মেহেরপুর পৌরসভার নতুনপাড়ায় ড্রেন সহ রাস্তার উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভা ৪নম্বর ওয়ার্ড নতুনপাড়ায় আরসিসি ড্রেন সহ রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পৌরসভা ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়ায় ড্রেন সহ রাস্তা উদ্বোধনের সময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন দীর্ঘদিন একটি মহল এই পৌরসভাকে জরাজীর্ণ অবস্থায় রেখে দিয়েছে। একটি মহল বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন করে পৌরসভার উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন তাদের ক্ষমতা উজাড় করে এই পৌরসভাকে খারাপ পর্যায়ে রেখে দিয়েছে আজকে সেই সব কালো ছায়া কাটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফল রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনার সহযোগিতায় আমাদের পৌরসভা অনেকগুলো টেন্ডার হয়েছে ।

মেহেরপুর পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (সিভিল) আবুহেনা মোস্তফা কামাল বলেন মেহেরপুর পৌরসভা ৪নম্বর ওয়ার্ড নতুনপাড়ায় আরসিসি ড্রেন সহ রাস্তার দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভা ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুর রহিম ৪ ও ৫ এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত কাউন্সিলর শারমিন আক্তার, মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, অত্র এলাকার শিক্ষক শফিকুর রহমান সহ আওয়ামী লীগ এবং যুবলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন মেহেরপুর পৌরসভা ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এরপর পুষ্প মাল্য দিয়ে বরণ করে নেন তাহাজ উদ্দিন, মহির উদ্দিন, আব্দুল জলিল সহ এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করে নেন।

গাংনীতে অগ্নিকান্ডে বাড়ির মালিক দগ্ধ ও ১টি গরুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ধর্মচাকী গ্রামে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার দুপুরে ওই গ্রামের আকমান আলী ও আলতাব হোসেনের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১ টি গরুর মারা গেছে ও ২ টি গরু দগ্ধ হয়েছে। সেই সাথে বাড়ির মালিক আকমাল হোসেন দগ্ধ হয়। তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় দুই বাড়িতে প্রায়ই ১০ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। এছাড়াও আলতাব হোসেনের বসত বাড়ীতে গুচ্ছিত ১লক্ষ ৪০হাজার টাকা পুড়ে গেছে বলেও জানা যায়।

জানা গেছে,আলতাব হোসেনের বাড়ির পাশে প্রতিবেশী মৃত হারেজুল ইসলামের ছেলে বিপুল হোসেন তামাকে তাপ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তামাক ঘর থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়। পরে ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আকমান হোসেন ও আলতাব হোসেনের বসত বাড়ীর গোয়াল ঘরে।

এসময় তাদের গোয়ালে থাকা ১গরু মারা যায় ও ২টি গরু দগ্ধ হয়। খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনের একটিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়ার আগেই ঘরে রাখা নগদ টাকা ও মালামাল পুড়ে যায়।

আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক আব্দুল হামিদ আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (বাংলা) আব্দুল হামিদ (৫৯) ইন্তেকাল করেছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় নিজ বাড়ি আমঝুপির দক্ষিণপাড়ার নিজ বাড়িতে হৃদরোগে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অবস্থার অবনতি দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালে রেফার্ড করেন। কুষ্টিয়ার নেওয়ার পথে মিরপুরে পৌছালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

আব্দুল হামিদ আমঝুপি দক্ষিণপাড়ার মৃত জিয়াউর রহমানের ছেলে। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

মেহেরপুর নিউজের সম্পাদকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার

সংবাদ প্রকাশের জেরে মেহেরপুরের অনলাইন পোর্টাল ‘মেহেরপুর নিউজের’ সম্পাদক পলাশ খন্দকার, বার্তা সম্পাদক মিজানুর রহমান ও সাংবাদিক ডালিমের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনের ৫৭ ধারায় মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে বাদী।

আজ বুধবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে হাজির হয়ে বাদী কাজী কোমর উদ্দিন মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেন। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার আবেদন মঞ্জুর করে মামলাটি প্রত্যাহারের আদেশ দেন।

এর আগে গত সোমবার তিনি একই আদালতে মামলাটি দায়ের করেন। যদিও চলতি বছরের ১জানুয়ারি থেকে সাংবাদিক ডালিম মেহেরপুর নিউজ ছেড়ে দিয়েছেন। এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় বিলুপ্ত করা হয়েছে।

মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর নিউজে ‘২৭ বছর পর ঐ জমি নিজের দাবী করে জোর পূর্বক গাছ কাটার অভিযোগ’ শিরোনামে গত মাসের ১১ তারিখে সংবাদ প্রকাশ করে। যাতে বাদীর মানহানি হয়েছে বলে দাবী করেছিলেন।

জামিনে বেরিয়ে গাংনীর সুদ ব্যবসায়ী আনারুল আরও বেপরোয়া

গাংনী উপজেলার ভোমরদহ গ্রামের গৃহবধু শিউলী খাতুন ও নিলুফার ইয়াসমীন। আর্থিক অনটনের কারণে গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মৃতু ইউনুছ আলীর ছেলে সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলামের কাছ থেকে ব্যাংক চেক দিয়ে ২ লাখ টাকা নেন। প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা দিয়ে গত দেড় বছরে তিন লাখ পরিশোধ করেন। তারপরেও এখন সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম শিউলীর কাছে ২ লাখ টাকা দাবী করছে। এঘটনায় ভুক্তভোগী ওই নারী গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগে দিয়েছেন।

গত ৩ এপ্রিল বিষয়টি নিয়ে গাংনী থানা পুলিশ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা বসে চেক ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রতি দেন আনারুল ইসলাম।

একই অভিযোগে করেছেন, ভোমরদহ গ্রামের তাইজাল ইসলামের স্ত্রী নিলুফা ইয়াসমীন। তিনি বলেন আমি আনারুল ইসলামের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা সুদে নিয়ে তাকে ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করার পরেও সে এখন ২ রাখ টাকা দাবী করে বিভিন্নভাবে হুমকী ধামকী ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগাল করে আসছেন।

এঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের সাবেক ছাত্র নেতা শাহিদুজ্জামান শিপুর অফিসে ওই দুই নারী তাদের উপর সুদ কারবারী আনারুল ইসলাম, জমির উদ্দীনের ছেলে সুদ ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম ও মহিজ উদ্দীনের ছেলে সুদ ব্যবসায়ী শফি’র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনেন। এর আগে এই সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এদিকে সাবেক ছাত্র নেতা শিপু এই সব নারীদের পক্ষে কথা বলায় সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম গতকাল বিকালে তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন।

এঘটনায় শাহিদুজ্জামান শিপু তাৎক্ষনিকভাবে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে বিষয়টি তুলে ধরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম, এলাকার গরীব অসহায় মানুষের মধ্যে

সুদের টাকা বিতরণ করে চড়া সুদের টাকা আদায় করে থাকেন। তার অত্যাচার নির্যাতন ও দৌরাত্মে স্বামীর ঘর ছাড়া হয়েছেন অনেক নারী। তাদের মধ্যে ঘর ছাড়া এক অসহায় নারী শিউলী খাতুন ও নিলুফা ইয়াসমীন। তারা দুজনেই আনারুল ইসলামের কাছে থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে এখন স্বামীর ঘর ছাড়া হয়ে পড়েছেন।

তারা দুজনেই আনারুল ইসলামের কাছ থেকে সুদের উপর টাকা নিয়ে সুদসহ আসল টাকা পরিশাধে করার আরও টাকার দাবি করে মিথ্যা মামলার হুমকি, শারীরিক ও মানষিক নির্যাতন চালান।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিউলী খাতুন লিখিত বক্তব্যেই বলেন, আমার নিকট থেকে আমার স্বাক্ষরিত সোনালী ব্যাংক শাখার একটি ব্লাঙ্ক (ফাঁকা) চেক জমা নিয়ে আমাকে ২ লাখ টাকা প্রদান করেন আনারুল। আমি মাসিক ২০ হাজার টাকা সুদসহ দেড় বছরে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা পরিশাধে করার পরও আমাকে আমার চেক ফেরত দেয়নি সে।আরও ২ লাখ টাকা দিতে এখন নানাভাবে হুমকী ধামকী দিচ্ছেন।

সুদ ব্যবসায়ী আনারুলের দাবিকৃত অতিরিক্ত টাকা না দেয়ায় আমাকে মারপিট ও মামলার ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এমনকি আমাকে ও আমার বিবাহিতা মেয়েকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমি একজন অসহায় গরীব মানুষ। বর্তমান আমি ওই টাকা পরিশাধে করতে বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। এসব কারণে আমার স্বামী আমাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে।

তিনি বলেন, সুদ ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে চড়া সুদের টাকা নেয়ার কারণে এলাকার গরীব মানুষ ব্যাপক ভাবে নিঃস্ব ও অসহায় হয়ে যাচ্ছে। আমি সুদ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে সাংবাদিকদের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি।

এবিষয়ে শাহিদুজ্জামান শিপু আরও বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যায় কখনও বরদাস্ত করবেন না। সরকারের সুনাম নষ্ট করতে এক শ্রেণীর মানুষ নানা ষড়যন্ত্র করে সরকারের উন্নয়নে বাঁধাগ্রস্থ করছে।
সুদ ব্যবসার নামে মানুষকে শোষণ করছে। গ্রামের অসহায় মানুষকে জিম্মি করে তাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করছে। আমি এসব নিয়ে প্রতিবাদ করায় গাংনীর এক শ্রেণীর মুখাশেধারী নেতা সুদ ব্যবসায়ীদের সমর্থন করছেন। জনগণের জন্য পুলিশ ভাল কাজ করে প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রতিহিংসা করছে একটি চক্র।

উল্লেখ্য গাংনীর এই সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম ও অপর সুদ ব্যবসায়ী আবু হানিফের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬৬৯ টি ফাঁকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও ৬২০ টি বিভিন্ন ব্যাংকের ফাঁকা চেকসহ এই দুজনকে আটক করেন। বেশ কিছুদিন হাজত খেটে জামিনে বেরিয়ে এসে এবার নতুন উদ্যোমে সুদ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর সাথে গাংনী উপজেলা শহরের কয়েকজন জন প্রতিনিধি যোগ দিয়ে অসহায় গরীব লোকজনকে অত্যাচার শুরু করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেহেরপুর নিউজের সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আইসিটি আইনে মামলা

সংবাদ প্রকাশের জেরে এবার মেহেরপুরে একটি অনিবন্ধিত অনলাইন পোর্টাল ‘মেহেরপুর নিউজের’ সম্পাদক পলাশ খন্দকার, বার্তা সম্পাদক মিজানুর রহমান ও সাংবাদিক ডালিমের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনের ৫৭ ধারায় মামলা করা হয়েছে।

গত সোমবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আমলী আদালতে এ মামলা দায়ের করেন উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের কাজী কোমর উদ্দিন নামের এক সাবেক ইউপি সদস্য। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক পিবিআইকে আগামী ১৪ মে ২০২৩ তারিখের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও চলতি বছরের ১জানুয়ারি থেকে সাংবাদিক ডালিম মেহেরপুর নিউজ ছেড়ে দিয়েছেন। এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় বিলুপ্ত করা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, গ্রামের নূরজাহান খানম নামের এক নারীর সাথে জমি জায়গা নিয়ে বাদীর বিরোধ রয়েছে। যা আদালতে মামলা বিচারাধীন এবং ফৌজাদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারা জারি আছে। ওই মামলায় গাছ কাটার কথা বলা নেই। কিন্তু মেহেরপুর নিউজে ‘২৭ বছর পর ঐ জমি নিজের দাবী করে জোর পূর্বক গাছ কাটার অভিযোগ’ শিরোনামে

গত মাসের ১১ তারিখে সংবাদ প্রকাশ করে। যাতে বাদীর মানহানি হয়েছে বলে দাবী করেছেন।

এ ব্যাপারে সাংবাদিক ডালিম জানান, তিনি গত ১ জানুয়ারি থেকে মেহেরপুর নিউজে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের মুজিবনগর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

মামলায় বাদী পক্ষের আইনজীবী সিরাজুল ইসলাম জানান, মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

তবে, তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বিলুপ্ত হলেও সে ধারায় মামলা এবং সাংবাদিক ডালিম ঘটনার অনেক আগে মেহেরপুর নিউজ ছেড়ে দিলেও তাকে কেন আসামী করা হলো এ প্রশ্নের জবাবে সিরাজুল ইসলাম বলেন, ৫৭ ধারা বিলুপ্ত হয়েছে আমারা জানা ছিলো না। তবুও অনুরুপ কোন ধারায় মামলাটি রুপান্তিরত হবে। সাংবাদিক ডালিম কাজ করে না সেটা তিনি জানতেন না।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা নির্ধারণ ১১৫ ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে ফিতরা ও যাকাত নির্ধারণী আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলাতে জনপ্রতি ১১৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় হোটেল বাজার জামে মসজিদে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি এইচ এম এম রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা ইমাম সমিতির উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, পৌর ইমাম সমিতির সাধারণ

সম্পাদক হাফেজ মাওলানা শাহাজালাল, মেহেরপুর সদর ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা সানোয়ার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাসির উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব, মাওলানা শরীফ উদ্দিন, হাফেজ জামাল উদ্দিন, হাফেজ কাশেম আলী, মাওলানা আব্দুল বারী, জাহিদ হাসান, বোরহান উদ্দিন, হাফেজ শাহীন, ইদ্রিস, সজল, আব্বাস আলী, হাফেজ আব্দুল করিম, আব্দুর রহমান, শাহজাহান মুক্তি, নুর ইসলাম সামিউল সহ মেহেরপুর জেলা জাতীয় ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের যাদবপুরে পুকুর কেটে মাটি বিক্রির অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুরে কৃষি জমির পাশে গভীর করে পুকুর কেটে মাটি বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে গোলাম কিবরিয়া নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আশেপাশের কৃষি জমির মালিকরা এ নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তবে পুকুর কাটার অনুমতি চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছেন গোলাম কিবরিয়া। তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এখনো কোন অনুমোদন দেননি।

গতকাল সরেজমিনে যাদবপুর গ্রামে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, চারবিঘা সমপরিমানের পাশাপাশি তিনটি পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে দুই পাশের দুটি পুকুর গোলাম কিবরিয়ার । মাটি বিক্রির উদ্দেশ্যে দুটি পুকুরই প্রায় ২৫ ফুট গভীর করে খনন করা হয়েছে। ফলে আশেপাশের আবাদি জমির পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছিুক আশেপাশের কয়েকজন অভিযোগ করে বলেন, অনেক গভীর করে পুকুর খননের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। কিবরিয়াকে কিছু বলতে গেলে হুমকি-ধামকি দেয়।

সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা সাইদুল ইসলাম বলেন, ‘পুকুর কাটা খবর পেয়ে এর আগে ঘটনাস্থলে গিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং ইউএনও স্যারের কাছে পুকুর কাটার অনুমতি নিতে বলেছিলাম। দীর্ঘদিন মাটি কাটা বন্ধও ছিলো। গতকাল থেকে আবার মাটি কাটার খবর পেয়ে আবার গিয়ে কাজ মাটি কাটা বন্ধ

করতে বলেছি।’

তবে কিবরিয়ার কর্মচারী আহসান জানান, তহশিলদার সাইদুল ইসলাম এসে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কেটে শেষ করে ফেলতে বলেছেন। তিনি বন্ধ করতে বললে কি আমাদের ক্ষমতা আছে মাটি কাটার। তাছাড়া, এই পুকুরে পানি থাকে না বলে গভীর করে খোড়া হচ্ছে যাতে মাছ চাষ করা যায়।

অভিযুক্ত গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘১৯৭৯-৮০ সালে এই পুকুর কাটা। পুকুরটি সংস্কারের জন্য নতুন করে কাটা হচ্ছে। প্রথম পুকুরের মাটি দিয়ে আমার বাড়ি একটি গর্ত ভরাট করেছি, শোয়েবের ইটভাটায় বিক্রি করেছি। কিন্তু এই পুকুরটি কাটতে গিয়ে শুধু বাঁধা পড়ছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছি। আপনারা (সাংবাদিকরা) এ নিয়ে ঝামেলা কইরেন না। আপনারাও আমার হয়ে যান।’

গোলাম কিবরিয়া দম্ভোক্তি করে বলেন, ‘আপনাদের কে পাঠিয়েছে তার নামটা বলেন। তাকে দেখে নিচ্ছি বলে হুমকিও দেন।’
এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী ভূমি কমিশনার (এসি ল্যাণ্ড) মো. আব্দুল্লাহ আল বাকী বলেন, ‘গোলাম কিবরিয়া নামের কারো পুকুর কাটার অনুমোদন আছে বলে জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ভূমি কর্মকর্তার সাথে জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাসেম বহি:স্কার

প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও শৃংখলা ভঙ্গসহ বিভিন্ন অভিযোগে গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাব থেকে আজীবনের জন্য বহি:স্কার করা হয়েছে আবুল কাসেম অনুরাগীকে।

আবুল কাসেম অনুরাগী গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সদস্য ও দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক।
গতকাল দুপুর ১২ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভায়

সর্বসম্মতিক্রমে ও সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাকে বহি:স্কার করা হয়। এসময় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অসৎ উদ্দেশ্যে পত্রিকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করছেন আবুল কাসেম অনুরাগী। আবুল কাসেম অনুরাগীকে বহি:স্কারের পর সাথে সাথে একটি রেজুলেশন করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এমএ লিংকনের সভাপতিত্বে সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন, সাধারণ সম্পাদক এমএন পাভেল, প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, সিনিয়র সাংবাদিক ও সাবেক সহ-সভাপতি সাহাজুল সাজু, হারুন অর রশিদ রবি, লিটন মাহমুদ, রাকিবুল ইসলাম কবি, মাসুদ রানা, মিয়াদুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, রকি প্রমুখ।

আবুল কাসেম অনুরাগীকে বহি:স্কার প্রসঙ্গে প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম এ লিংকন বলেন, প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, শৃংখলা ভঙ্গসহ নানা অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যদের তাৎক্ষনিক মতামত নিয়ে তাকে চুড়ান্তভাবে বহি:স্কার করা হয়েছে। এনিয়ে একটি রেজুলেশন করা হয়েছে।

গাংনীতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরি, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, তুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করাসহ নানা অভিযোগে একটি মুড়ি কারখানা ও একটি মুদি দোকানে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের মা মুড়ি কারখানা ও মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ তারিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মশিউর রহমান ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একদল পুলিশ সদস্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেসার্স মা মুড়ি মিলের কারখানায় কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরিসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: কিবরিয়াকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে গাংনী বাজারে তরমুজ ও ফলের দোকানগুলো তদারকি করা হয়। ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।